ভট্টর কলেজ

বি.এ প্রথমবর্ষ (বাংলা)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

2020

Sem 2(H)-, CC-4, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, No.of Class Notes-1 (1to3) (G.G)

পাঠ পরিকল্পনা

- মঙ্গলকাব্য রচনার সময়কাল ও সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি।
- মঙ্গলকাব্য কাকে বলে?
- মঙ্গলকাব্য রচনার কারণ।
- মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ এবং গঠনশৈলী।
- অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের কবিদের নাম,সময়কাল এবং কয়েটি উল্লেখযোগ্য কবি।
- কাহিনি সংক্ষেপ।
- মঙ্গলকাব্যের ধারায় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য এবং সমকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি।(ষোড়শ শতাব্দীর)
- মুকুন্দরামের কবিমানস।
- চণ্ডীকথার উৎস, বিবর্তন ।
- কাব্যের সমাজবাস্তবতা ও কবি মুকুন্দ
- উপন্যাস সৃষ্টির উপাদান এবং কাব্যের বিচার(মুকুন্দোস কেন উপন্যাসিক হতেন এ যুগে জন্মগ্রহণ করলে সে বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য বিচার.)
- হাস্যরসের স্বরূপ, শ্রেণিকরণ এবং চণ্ডিমঙ্গলকাব্য।
- নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিকোন থেকে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
- নারীবাদী দৃষ্টিকোন থেকে কাব্যের সংক্ষিপ্ত পাঠ। (চণ্ডী ও ফুল্লরা চরিত্র)
- কাব্যের চরিত্র রূপায়ণে কবিকৃতিত্বঃ কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত।
- কাব্যশৈলী(গঠন, ছন্দ, আলঙ্কার লৌকিক উপাদান-প্রবাদ প্রবচন)
- কাব্যের নিবিড়পাঠঃ
- (আত্মপরিচয়, গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ, কলিঙ্গরাজের চণ্ডীপূজা, কালকেতুর বিবাহ, পশুগণের ক্রন্দন, পশুগণের দুঃখ-নিবেদন, ফুল্লরার বারমসের দুঃখ, কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি, ভাঁড়ুদত্তের আবির্ভাব)

❖ **ছোটপ্রশ্নঃ**

✓ **মঙ্গল কাব্য**

মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য : ধর্মবিষয়ক আখ্যান। দেবদেবীর গুণগান মঙ্গলকাব্যর উপজীব্য। স্ত্রী দেবীদের প্রধান্য এবং মনসা ও চন্ডীই এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

মঙ্গলকাব্য প্রধানত : দু'প্রকার। যথা- (ক) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য ও (খ) লৌকিক মঙ্গলকাব্য।

লৌকিক মঙ্গলকাব্য চারটি অংশ : ১. বন্দনা, ২. গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা ৩. দেবখন্ড ও ৪. নরখন্ড বা মূল কাহিনীর বর্ণনা

উল্লেখযোগ্য লৌকিক মঙ্গলকাব্য : শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, মনসা মঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, শীতলামঙ্গল,রায়মঙ্গল,ষষ্ঠীমঙ্গল,সূর্যমঙ্গল,সারদামঙ্গল প্রভৃতি।

সব থেকে প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য ধারা : মনসামঙ্গল

মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ : পয়ার ছন্দ

উল্লেখ্যযোগ্য পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য : গৌরীমঙ্গল,ভবানীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল,গঙ্গামঙ্গল, চন্ডিকামঙ্গল

✓ **চণ্ডীমঙ্গল কাব্য :**

চন্ডী মঙ্গল কাব্যের কাহিনী যে দুই খন্ডে বিভক্ত : আখেটিক খন্ড ও বণিক খন্ড

আখেটিক খন্ডে বর্ণিত হয়েছে : কালকেতুর কাহিনী

বণিক খন্ডে বর্ণিত হয়েছে : ধনপতির কাহিনী

চন্ডী মঙ্গলের চরিত্র : ফুল্লরা, ভঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবির নাম : মানিক দত্ত।

সর্বপ্রথম আবিস্কৃত পুঁথি: দ্বিজমাধবের।('শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র রচয়িতা ইনি।)

দ্বিজ মাধব : চন্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা

দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যের নাম উল্লেখ করেছেন : কোথাও সারদামঙ্গল কোথাও সারদাচরিত্র

চন্ডীমঙ্গল কাব্যর সর্বাধিক প্রসার ঘটে : ষোড়শ শতকে।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যর রচনাকাল বিস্তৃত : ষোড়শ থেকে আঠার শতক পর্যন্ত।

চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বশ্রেষ্ট কবি : কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী।

কবির গ্রন্থ রচনার কালজ্ঞাপক শ্লোক:

রশকেশ রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।

কতদিনে দিলা গীত হরের বণিতা।

অর্থাৎ, রস-৯, রস-৯, বেদ-৪, শশাঙ্ক-১ =১৪৯৯+শকাব্দ =১৪৯৯ + ৭৮ = ১৫৭৭ খ্রি

কবি মুকুন্দরাম কোথায় জন্মগ্রহন করেন : বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে।

কবি মুকুন্দরাম কার সভাসদ ছিলেন : মেদিনীপুর জেলার অড়রা গ্রামের জমিদার রঘুনাথের।

মুকুন্দরামকে কবিকঙ্কন' উপাধি দেন : জমিদার রঘুনাথ শ্রীশ্রীচন্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য।

মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যর অন্যান্য নাম : 'অভয়ামঙ্গল' , 'অম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল, 'চণ্ডিকামঙ্গল'।

চন্ডীমঙ্গলের উল্লেখ্যযোগ্য কবির নাম : দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন, হরিরাম, লালা জয়নারায়ণদেব, ভবানীশঙ্কর দাস, রামানন্দ যতি, অকিঞ্চন চক্রবর্তী প্রমুখ।

দ্বিজ রামদেব চট্টগ্রামের ঐতিহ্য নিয়ে রচনা করেন : অভয়ামঙ্গল কাব্য

চট্টগামের দেবগ্রাম বা বর্তমান আনোয়ারায় জন্ম মুক্তারাম সেনের কাব্য : সারদামঙ্গল

চন্ডী মঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি : অকিঞ্চন চক্রবর্তী । কবির উপাধী ছিল কবিন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাব্যটি রচিত.

[N.B- তালিকা বর্ধিত করো]

নমুনা প্রশ্ন : ক্লাস পরীক্ষার জন্য

১• কোন পুরাণে দেবী চন্ডীর উল্লেখ আছে ?

উ: 'মার্কন্ডেয় পুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'হরিবংশ', 'দেবী ভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ইত্যাদিতে ।

২.চন্ডী নামটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

উঃ হরপ্পা কিংবা দ্রাবিড়-কোল-ভীলগোষ্ঠীর কোন ভাষা থেকে।

৩. প্রশ্নঃ কালকেতু , ফুল্লরা , শ্রীমন্ত , খুল্লনার পূর্ব পরিচয় লেখো।

উ: কালকেতু – ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর।

ফুল্লরা- নীলাম্বর পত্নী ছায়া।